মা দ ক দ্র ব্য নি য় ন্ত্র ণ অ ধি দ প্ত র

মাদক মুক্ত সুস্থ জীবন

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মাসিক বুলেটিন সংখ্যাঃ ৭৪ বর্ষঃ ৯ম এপ্রিল ২০১৪

কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কর্তৃক আয়োজিত অনুষ্ঠানে মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী

কক্সবাজার জেলা প্রশাসন কতৃক আয়োোজত অনুষ্ঠানে াবাজাব'র মহাপারচালক ও মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আধদপ্তরের মহাপারচালক এবং অন্যান্য আহন শৃংঙ্খলা বাহনার সদস্যদের সাথে মতবিনিময় করছেন মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী জনাব আসাদুজ্জামান খাঁন, এম পি।

বর্তমান সময়ের প্রেক্ষাপঠে ইয়াবা বাংলাদেশের সর্বাধিক অপব্যবহৃত মাদকদ্রব্য। আর এই মাদকদ্রব্য পাচার বিশেষ করে ইয়াবা পাচারের প্রধান জনপদ হয়ে উঠেছে টেকনাফ সীমান্ত। টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে প্রতিনিয়ত মায়ানমার থেকে বিভিন্ন কৌশলে ইয়াবা প্রবেশ করছে বাংলাদেশে। পাচারকৃত ইয়াবা বাংলাদেশ ভূখন্ডে ঢোকার পরে কক্সবাজার, টেকনাফ দুইটি সড়কই (প্রথমটি ভায়া সদর উখিয়া ও দ্বিতীয়টি মেরিন ড্রাইভ এলজিইডি সড়ক) ইয়াবা পরিবহন কাজে ব্যবহৃত হয়। মায়ানমার থেকে বাংলাদেশে পাচারকৃত ইয়াবার সিংহভাগই নাফ নদী ও তৎসংলগ্ন অববাহিকা ও সমুদ্র উপকূলবর্তী এলাকা দিয়ে জেলে নৌকা বা জনসাধারণের চলাচলকারী বোটের মাধ্যমে বাংলাদেশে প্রবেশ করে।

সার্বিক বিষয়টি মাননীয় **স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মহোদয়ের** নজরে আসার পর তিনি সকল গোয়েন্দা সংস্থা, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, বাংলাদেশ পুলিশ এবং কোস্টগার্ডসহ সংশ্লিষ্ট সকল সংস্থাকে ইয়াবাসহ অন্যান্য মাদকদ্রব্য টেকনাফ সীমান্ত দিয়ে প্রবেশে করতে না পারে সে বিষয়ে কঠোর নির্দেশনা প্রদান করেন। একই সাথে মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী গত ২০/০৪/২০১৪ তারিখ সরেজমিনে কক্সবাজার এবং টেকনাফসহ টেকনাফের যে সমস্ত এলাকা ইয়াবা পাচারের রুট হিসেবে ব্যবহৃত হয় সেই সমস্ত এলাকা সরেজমিনে পরিদর্শন করেন। পরিদর্শন শেষে মাননীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী কক্সবাজার জেলা প্রশাসনের আয়োজনে আইন শৃংখলায় নিয়োজিত সংশ্লিষ্ট উর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে মতবিনিময় করেন। মতবিনিময় সভায় অন্যান্যদের মধ্যে আরও উপস্থিত ছিলেন বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) এর মহাপরিচালক মেজর জেনারেল **আজিজ আহমেদ, পি. এস. সি**, এবং মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক **জনাব মোহাম্মদ আতোয়ার রহমান** সহ বিভিন্ন সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাবৃন্দ। উক্ত মতবিনিময় সভার সভাপতিত্ব করেন কক্সবাজার জেলার জেলা প্রশাসক (ভারপ্রাপ্ত) **জনাব মোহাম্মদ জাফর আলম**। প্রতিমন্ত্রী মহোদয় তাঁর বক্তব্যে বলেন টেকনাফ দিয়ে ইয়াবা পাচারের বিষয়ে জিরো টলারেন্স। যে কোন প্রকারেই হোক এটি বন্ধ করতে হবে। সকল সংস্থাকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করতে হবে যাতে কোন ভাবেই ইয়াবা বাংলাদেশে প্রবেশ করতে না পারে। আইল শৃংঙ্খলা বাহিনী চাইলে ইয়াবাসহ সকল মাদকদ্রব্যের চোরাচালান প্রতিরোধ সম্ভব। মত বিনিময় শেষে বিজিবি এর উদ্যোগে বিপুল পরিমান মাদকদ্রব্য ধ্বংস করা হয়।

অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুরঃ

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর খুলনা অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালক জনাব মোঃ আব্দুল খালেক এর জন্ম তারিখ ১০/০৩/৫৫ খ্রিঃ অনুযায়ী ৫৯ বছর হওয়ায় ১০/৩/১৪ হতে ০৯/৩/১৫ তারিখ পর্যন্ত এক বছর এবং প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত উচ্চমান সহকারী জনাব মোঃ মোজহারুল হক এর জন্ম তারিখ ০৩/৩/৫৫ খ্রিঃ অনুযায়ী ৫৯ উনষাট বছর পূর্ণ হওয়ায় ০৩/৩/১৪ হতে০২/৩/১৫ তারিখ পর্যন্ত ০১ (এক) বৎসর পূর্ণ গড় বেতনে অবসর উত্তর ছুটি (পিআরএল) মঞ্জুর করা হয়েছে।

মার্চ ২০১৪ মাসের উল্লেখযোগ্য মামলার তথ্য

তারিখ	উপ-অঞ্চলের নাম	আসামীর সংখ্যা	আলামতের পরিমাণ
০২/৩/১৪	ঢাকা মেট্রো	০৩	ইয়াবা- ৮০০ পিস
০৩/৩/১৪	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা	০১	ইয়াবা- ৫০০ পিস
০৫/৩/১৪	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা	০১	ইয়াবা- ৫৮০ পিস
১৩/৩/১৪	কুমিল্লা	০১	গাঁজা -৯২ কেজি
১৮/৩/১৪	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা	০১	ইয়াবা- ১৯০০পিস
২০/৩/১৪	চট্টগ্রাম মেট্রো	০১	ইয়াবা- ৩০,০০০ পিস

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

রাসায়নিক পরীক্ষা সংক্রান্ত কার্যক্রম

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগারে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, পুলিশ, বিজিবি, কাস্টমস, র‍্যাব ও কোস্ট গার্ডসহ সকল আইন প্রয়োগকারী সংস্থার দায়েরকৃত মাদক অপরাধ সংক্রান্ত মামলার আলামত এবং শিল্পে ব্যবহার্য বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ প্রিকারসর কেমিক্যালস এর রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন করা হয়। মার্চ'১৪ মাসের রাসায়নিক পরীক্ষার হিসাব নিম্নরূপঃ

অঞ্চলের /সংস্থা নাম	রাসায়নিক পরীক্ষা সম্পন্ন ও রিপোর্ট সরবরাহ				পেন্ডিং/ স্থগিত
	নমুনা	পজিটিভ	নেগেটিভ	মোট	
ঢাকা অঞ্চল	১৬৫	১৬৫	--	১৬৫	--
চট্টগ্রাম অঞ্চল	১৪৪	১৪৪	--	১৪৪	--
রাজশাহী অঞ্চল	১৬৫	১৬৫	--	১৬৫	--
খুলনা অঞ্চল	১২৩	১২৩	--	১২৩	--
বাংলাদেশ পুলিশ	২,১৬৮	২,১৬৬	০২	২,১৬৮	--
বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ	--	--	--	--	--
র‍্যাব	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ কোষ্ট গার্ড	--	--	--	--	--
বাংলাদেশ রেলওয়ে পুলিশ	১৩	১৩	--	১৩	--
অন্যান্য সংস্থা	০১	০১	--	০১	--
মোট =	২,৭৭৯	২,৭৭৭	০২	২৭৭৯	--

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কেন্দ্রীয় রাসায়নিক পরীক্ষাগার)

রাজস্ব আদায়

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অঞ্চল ভিত্তিক ২০১৩ সালের মার্চ মাসের সাথে ২০১৪ সালের মার্চ মাসের রাজস্ব আদায়ের তুলনামূলক বিবরণী নিম্নরূপঃ

ক্রঃনং	অঞ্চলের নাম	মার্চ ২০১৩	মার্চ ২০১৪
১।	ঢাকা অঞ্চল	৮৯,২৮,৯৮১/-	৭৪,৩৬,৯৩০/-
২।	চট্টগ্রাম অঞ্চল	৮৭,০৮,৭২৮/-	৮২,০৮,২৬২/-
৩।	খুলনা অঞ্চল	৩,০২,৭৪,২৫৩/৯০	৩,১৪,৭৭,৪৩৪/৮৮
৪।	রাজশাহী অঞ্চল	৭৬,১১,১৬৫/৬০	৭৮,৭৯,৬৩১/২০
	মোট	**৫,৫৫,২৩,১২৮/৫০**	**৫,৫০,০২,২৫৮/০৮**

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অর্থ শাখা)

আইন আদালত (মার্চ'১৪)

ক্র/নং	উপ-অঞ্চলের নাম	দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত মামলার সংখ্যা	সাজাপ্রাপ্ত আসামীর সংখ্যা
১	ঢাকা-মেট্রো উপ-অঞ্চল	২০২	২০৮	৩১	৩১
২	ঢাকা উপ-অঞ্চল	৭৬	৯০	০৬	০৯
৩	ময়মনসিংহ উপ-অঞ্চল	৬০	৬৬	০০	০০
৪	ফরিদপুর উপ-অঞ্চল	২৮	৩৪	০০	০০
৫	টাংগাইল উপ-অঞ্চল	১৯	১৯	০১	০১
৬	জামালপুর উপ-অঞ্চল	১৫	১৪	০০	০০
৭	চট্টগ্রাম-মেট্রো উপ-অঞ্চল	৩০	২৯	২০	২০
৮	চট্টগ্রাম উপ-অঞ্চল	১০	১১	০০	০০
৯	সিলেট উপ-অঞ্চল	৫৪	৫৪	০৩	০৩
১০	নোয়াখালী উপ-অঞ্চল	১৭	১৭	৪৬	৬২
১১	কুমিল্লা উপ-অঞ্চল	২৯	২৮	০১	০১
১২	কক্সবাজার উপ-অঞ্চল	১৭	১৯	০০	০০
১৩	রাঙ্গামাটি উপ-অঞ্চল	০৩	০২	০০	০০
১৪	খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চল	০২	০০	০০	০০
১৫	বান্দরবান উপ-অঞ্চল	০৫	০৫	০০	০০
১৬	খুলনা উপ-অঞ্চল	৬৪	৬৯	০১	০১
১৭	যশোর উপ-অঞ্চল	৪১	৪০	০০	০০
১৮	কুষ্টিয়া উপ-অঞ্চল	১৯	২০	০১	০১
১৯	বরিশাল উপ-অঞ্চল	১২	১৩	০০	০০
২০	পটুয়াখালী উপ-অঞ্চল	০৭	০৮	০০	০০
২১	রাজশাহী উপ-অঞ্চল	৮৯	১০৭	০৩	০৩
২২	পাবনা উপ-অঞ্চল	৪২	৪৫	০২	০৩
২৩	বগুড়া উপ-অঞ্চল	৩৪	৩৪	০০	০০
২৪	রংপুর উপ-অঞ্চল	৫২	৬১	০২	০২
২৫	দিনাজপুর উপ-অঞ্চল	২২	২৭	০২	০২
২৬	ঢাকা গোয়েন্দা অঞ্চল	০৪	০৯	০০	০০
২৭	রাজশাহী গোয়েন্দা অঞ্চল	০৫	০৫	০০	০০
২৮	চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চল	০৮	১১	০৪	০৫
২৯	খুলনা গোয়েন্দা অঞ্চল	০৫	০৫	০০	০০
সর্বমোটঃ		৯৭১	১০৫০	১২৩	১৪৪

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

সবচেয়ে বেশী মামলা ও সবচেয়ে কম মামলার পরিসংখ্যান

মার্চ ২০১৪ মাসে সর্বাধিক মামলা হয়েছে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে। পক্ষান্তরে মার্চ ২০১৪ মাসে খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে সবচেয়ে কম মামলা রুজু হয়েছে। মার্চ ২০১৪ মাসে ঢাকা মেট্রো উপ-অঞ্চলে ২০২ টি মামলা রুজু করে ২০৮ জনকে আসামী করা হয়েছে। খাগড়াছড়ি উপ-অঞ্চলে কোন পরিদর্শক ও উপ-পরিদর্শক পদায়ন না থাকায় কম মামলা রুজু করা হয়েছে মর্মে অতিরিক্ত দায়িত্বে নিয়োজিত উপ-আঞ্চলিক কর্মকর্তা জানিয়েছেন। অপরদিকে গোয়েন্দা অঞ্চলের উপপরিচালকগণ জানিয়েছেন গোয়েন্দা অঞ্চলের মূল কাজ হলো গোয়েন্দা তথ্য সংগ্রহ করা, যার ফলে গোয়েন্দা অঞ্চল প্রমাপ অনুয়ায়ী মামলা উদঘাটন করতে সক্ষম হয়নি।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠন

জাতীয় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ বোর্ডের দশম সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটি গঠনের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ২০০৯ সাল থেকে গঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে মাদক বিরোধী কমিটির পরিসংখ্যান ঃ

বছর	২০০৯	২০১০	২০১১	২০১২	২০১৩	২০১৪ (মার্চ পর্যন্ত)
গাঠত মাদক বিরোধী কমিটির সংখ্যা	৫৯৭৯	৫৫৪৯	৮২৮	১৯২২	৬৩৪	৮৩ টি

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

উল্লেখযোগ্য মাদক বিরোধী অভিযান

বিশাল ইয়াবার চালান আটক ৩০,০০০ পিস ইয়াবাসহ গ্রেফতার ০১ জন ।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ২০/০৩/২০১৪ তারিখ সময় রাত ০২.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম মেট্রো উপণ্ড অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম চট্টগ্রাম অঞ্চলের অতিরিক্ত পরিচালকের নেতৃত্বে চট্টগ্রাম মহানগরীর কর্ণফুলী থানাধীন মইজ্যারটেক এলাকাস্থ কর্ণফুলী সিএনজি এন্ড ফিলিং ষ্টেশনের সামনে অভিযান পরিচালনা করে টেকনাফ থেকে চট্টগ্রাম অভিমুখী একটি মিনি ট্রাক (ট্রাক নংণ্ড মৌলভীবাজার-ড-১১-০০৪১) থামিয়ে রাস্তার উপর আটক করেন এবং ট্রাকটি তল্লাশী করে ড্রাইভারের বাম পাশের সিটের পাদানিতে বিশেষ কায়দায় নির্মিত একটি গোপন চেম্বার থেকে ৩০,০০০ (ত্রিশ হাজার) পিস ইয়াবাসহ আসামী (১) নুরুল ইসলাম (৩২), পিতাণ্ডসৈয়দ আহম্মদ, গ্রামণ্ডহ্নীলা, পূর্ব পানখালী (ওয়ার্ড নং-০৪), থানাণ্ড টেকনাফ, জেলাণ্ডকক্সবাজার নামীয় পেশাদার মাদক পাচারকারীকে গ্রেফতার করেন। গ্রেফতারকৃত আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় সে একজন পেশাদার ইয়াবা পাঁচারকারী। সে নিজেই গাড়ী চালিয়ে এভাবে অভিনব কায়দায় টেকনাফ থেকে চট্টগ্রাম ও ঢাকায় ইয়াবার বড় বড় চালান পাচার করে থাকে। আটককৃত ইয়াবা চালানে আরো যারা জড়িত ছিল তাদেরকেও গ্রেফতার করার প্রচেষ্টা অব্যাহত আছে। এ বিষয়ে কর্ণফুলী থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। চট্টগ্রাম মেট্রো উপণ্ডঅঞ্চলের ডবলমুরিং সার্কেলের পরিদর্শক জনাব ব্রজলাল চাকমা মামলাটির তদন্তকারী কর্মকতা। মামলাটি তদন্তাধীন রয়েছে।

চট্টগ্রাম গোয়েন্দ অঞ্চলে ০৫/০৩/১৪ তারিখ ৫৮০ পিস ইয়াবাসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০৫/০৩/২০১৪ তারিখ বিকাল ৪.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম চন্দনাইশ থানাধীন গাছবাড়ীয়া ফিলিং স্টেশন এর সামনে চট্টগ্রাম কক্সবাজার সড়ক এর পশ্চিম পার্শ্বে অভিযান পরিচালনা করে ৫৮০ পিস ইয়াবাসহ আসামী (১) মোঃ তৈয়ব (৩২), পিতা-নুরুল আলম সাং-দক্ষিণ জালিয়া পাড়া, থানাণ্ডটেকনাফ, জেলাণ্ড কক্সবাজার নামীয় কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেন। আসামীকে প্রাথমিক জিজ্ঞাসাবাদে জানা যায় সে ইয়াবা পাচার সিন্ডিকেটের একজন সক্রিয় সদস্য। এ বিষয়ে চন্দনাইশ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রন আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের সহকারী পরিচালক জনাব মোহাম্মদ খুরশিদ আলম মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ০৮/০৪/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলে ১৮/০৩/১৪ তারিখ ১৯০০ পিস ইয়াবাসহ ০১ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৮/০৩/২০১৪ তারিখ সকাল ১১.৩০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের একটি বিশেষ টিম চট্টগ্রামের বায়েজিদ থানাধীন চৌধুরী নগর মায়াগঞ্জ, আবুল খায়েরের কলোনীর ৯ নং কক্ষে অভিযান চালিয়ে ১৯০০ পিস ইয়াবাসহ কুখ্যাত মাদক ব্যবসায়ী আসামী (১) মোঃ ইলিয়াছ, পিতাণ্ডমৃত মোঃ শফি, গ্রামণ্ডদক্ষিণ বাটাখালী, থানাণ্ড উখিয়া, জেলাণ্ডকক্সবাজারকে গ্রেফতার করেন। এ বিষয়ে বায়েজিদ থানায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। চট্টগ্রাম গোয়েন্দা অঞ্চলের তত্ত্বাবধায় জনাব মোঃ ছালে আহমেদ মামলটির তদন্তকারী কর্মকতা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ১৮/০৪/১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

ঢাকাণ্ডমেট্রোতে ০২/০৩/১৪ তারিখ ৮০০ পিস ইয়াবাসহ ৩ জন গ্রেফতার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ০২/০৩/২০১৪ তারিখ সন্ধ্যা ০৭.০০ ঘটিকা থেকে গভীর রাত পর্যন্ত মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, ঢাকা মেট্রো উপণ্ডঅঞ্চলের সবুজবাগ সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি টিম ডেমরা থানাধীন পাড়াডগাইরস্থ ৪২/৫ নং ভবনের নীচ তলায় অভিযান পরিচালনা করে ৮০০ পিস ইয়াবাসহ আসামী (১) মোঃ আব্দুল্লাহ (৪২)কে গ্রেফতার করেন। এবিষয়ে ঢাকা ডেমরা থানায় মাদকদ্রব্য আইনে একটি মামলা দায়ের করা হয়। মতিঝিল সার্কেলের পরিদর্শক জনাব মোঃ মাসুদুর রহমান মামলাটির তদন্ত কারী কর্মকর্তা। তিনি মামলাটি তদন্ত শেষে গ্রেফতারকৃত আসামীর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে প্রমানিত হওয়ায় গত ১৭/০৬/২০১৪ তারিখ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় চার্জশীট প্রদান করেন।

কুমিল্লা উপণ্ড অঞ্চলে ১৩/০৩/১৪ তারিখ ৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার।

গোপন সংবাদের ভিত্তিতে গত ১৩/০৩/২০১৪ তারিখ ভোর ৪.০০ ঘটিকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, কুমিল্লা উপণ্ড অঞ্চলের কুমিল্লা সদর দক্ষিণ সার্কেল পরিদর্শকের নেতৃত্বে একটি বিশেষ টিম লামসাম রেলওয়ে থানাধীন লাকসাম রেল ষ্টেশনে চট্টগ্রামগামী উদয়ন এক্সপ্রেস ট্রেনে অভিযান পরিচালনা করে ৯২ কেজি গাঁজা উদ্ধার করেন। এ বিষয়ে লাকসাম রেলওয়ে থানায় মাদকদ্রব্য আইনে একটি সাধারণ ডায়েরী দায়ের করা হয়। কুমিল্লা উপণ্ডঅঞ্চলের সদর (উত্তর) সার্কেল পরিদর্শক জনাব রাজু আহম্মেদ চৌধুরী জিডি মামলাটির তদন্তকারী কর্মকর্তা। তিনি তদন্ত করে উদ্ধারকৃত গাঁজার কোন মালিক না পেয়ে অবশেষে উদ্ধারকৃত মালামাল আলামত খানায় হেফাজতে রাখেন।

মাসিক বুলেটিনে আপনার মতামত/মন্তব্য আহবান করা হচ্ছে

অধিদপ্তর থেকে প্রতিমাসে মাসিক বুলেটিন প্রকাশ করা হচ্ছে। যা অধিদপ্তরের ওয়েব সাইটসহ বিভিন্ন পদস্থ ব্যক্তি, সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তিসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে প্রেরণ করা হচ্ছে। বুলেটিন সম্পর্কে আপনার যে কোন মূল্যবান মতামত/মন্তব্য, তথ্য, বক্তব্য, প্রতিবেদন, ছবি ইত্যাদি প্রেরণ করলে তা প্রকাশের জন্য গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করা হবে।

আলামতভিত্তিক মামলার পরিসংখ্যান

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, বাংলাদেশ পুলিশ, র‍্যাব, বিজিবি, কোষ্টগার্ডসহ মার্চ'১৪ মাসের আলামতভিত্তিক মামলা, আসামী ও উদ্ধারকৃত মাদকদ্রব্যের বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

মাদকদ্রব্যের নাম	মামলার সংখ্যা	আসামীর সংখ্যা	মাকদ্রব্যের পরিমাণ
হেরোইন	--	--	৫.১৮৯ কেজি
গাজা	--	--	৩,৭২০.৮৯২ কেজি
গাজা গাছ	--	--	০১ টি
অবৈধ চোলাই মদ	--	--	৯৮২.৫ লিটার
দেশী মদ	--	--	১৮৬৫৫.৫ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	৭৬ লিটার
বিদেশী মদ	--	--	২২,৭৪৬ বোতল
বিয়ার	--	--	১৪,৯১৮ ক্যান,৮২৩বোঃ
রেক্টিফাইড স্পিরিট	--	--	১২ লিটার
ডিনেচাড স্পিরিট	--	--	১,৫৯৩ লিটার
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	--	--	৫৪,৪৯২ বোতল
কোডিন মিশ্রিত (ফেনসিডিল)	--	--	০.৫১৮ লিটার
তাড়া (টোডি)	--	--	২৬৩ লিটার
পচুই	--	--	০৫ লিটার
পেথিডিন	--	--	৭৩৯ এ্যাম্পুল
বুপ্রেনরফিন(টিডি জেসিক ইনঃ)	--	--	৫,৫৯১ এ্যাম্পুল
ফামেন্টেড ওয়াশ (জাওয়া)	--	--	৯,৭৯১ লিটার
আইকন এক্সপি,ডায়াজিপাম	--	--	৩৫ বোতল, ৪১ টি
মুলি	--	--	৯৫০ পিছ
দেশী মদ	--	--	৬১ বোতল
ইয়াবা ট্যাবলেট	--	--	২,৯৩,৬৭৫ টি
রিকোডেক্স/কডোকপ সিরাপ	--	--	১০ বোতল
নগদ অর্থ	--	--	২৯,৮১৪/- টাকা
ড্রাগ ট্যাবলেট	--	--	৭৫৪ টি
মোবাইল সেট	--	--	০৩টি
হেরোইন/গাজা(পুরিয়া)	--	--	৯৬০টি,৬০০টি
প্রাইভেট কার, মোটর সাইকেল	--	--	০১টি, ০৩টি
আপয়েট মিশ্রিত ড্রিংক্স	--	--	৪৬ বোতল
বুপ্রেনরাফন(বনোজোসক ইনঃ)	--	--	১৭৯ এ্যাম্পুল
এনার্জি ড্রিংক্স (ইত্যাদি)	--	--	৮,৪০০ বোতল
লুপিজেসিক ইনজেকশন	--	--	৮৩ এ্যাম্পুল
রিভালবার	--	--	০১টি
ট্রাক, সিএনজ, মাইক্রোবাস	--	--	০১টি,০১টি, ০১টি
মোটঃ	**৩,৬৯৩**	**৪,৫৩১**	

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

প্রিকারসর কেমিক্যালস আমদানি সংক্রান্ত বিবরণী

মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ব্যবহার্য প্রিকারসর কেমিক্যালস এর আমদানীর বিষয়ে অনুমোদন দিয়ে থাকে। বিভিন্ন প্রিকারসর এর অনুমোদিত বার্ষিক কোটা এবং মার্চ'১৩ মাসের সাথে মার্চ'১৪ মাসের আমদানীর তুলনামূলক পরিমাণ নিম্নরূপঃ

প্রিকারসর কেমিক্যালের নাম	বার্ষিক কোটা	মার্চ '১৩	মার্চ '১৪
টলুইন	**১২,৭৬৮.৫০মেঃটনঃ**	**২২৮.৫৮৩ মেঃটনঃ**	**২২৩.৭৫ মেঃটনঃ**
এ্যাসিটিক এনহাইড্রাইড	**২,৫৬৬ মেঃটনঃ**	**২৫০.৪০ মেঃটনঃ**	**৩৩.৬০ মেঃটনঃ**
এ্যাসটোন	**৫,৮৮৬.৯৯ মেঃটনঃ**	**৫১.৪৪ মেঃটনঃ**	**১২৬.০৮ মেঃটনঃ**
মিথাইল ইথাইল কিটোন	**৪,১৮৪.৫৬ মেঃটনঃ**	**১৩.২০ মেঃটনঃ**	**৯৬.৫২৩ মেঃটনঃ**
পটাশিয়াম পারম্যাংগানেট	**২,০৪৫ মেঃটনঃ**	**৮১.০০ মেঃটনঃ**	**৬০.০০ মেঃটনঃ**
সিডডোএফাড্রিন	**৪৪,৭৯৫ কেজি**	**১০০ কেজি**	**২০০ কেজি**

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, প্রশাসন শাখা)

উল্লেখ্য, এ অধিদপ্তরের অনুমোদন ছাড়া যারা প্রিকারসর কেমিক্যালস এর ব্যবসা পরিচালনা করছে তাদের সম্পর্কে পরিচালক (অপারেশনস) এর নিকট সংবাদ প্রদানের জন্য সর্বসাধারণকে অনুরোধ করা যাচ্ছে। যোগাযোগের টেলিফোন নং-৮৮৭০০১২-১৩।

মোবাইল কোর্ট

মাসের নাম	অভিযানের সংখ্যা	মামলার সংখ্যা	দন্ডিত আসামীর সংখ্যা	জরিমানা আদায়
ডিসেম্বর'১৩	৭৯১	৪১৪	৪২৭	২,৮৩,১০০/-
জানুয়ারী'১৪	১০০৪	৫৬৫	৫৭৪	৪,১৯,৮৫০/-
ফেব্রুয়ারী'১৪	৯৮৮	৫৮৯	৫৯৯	৪,৬০,২০০/-
মার্চ'১৪	১,১১৫	৫৯৬	৬১৫	৩,৫৮,৬৫০/-

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, অপারেশন অধিশাখা)

নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রম ও মাদকবিরোধী প্রচারাভিযান

মাদকদ্রব্যের অপব্যবহার ও অবৈধ পাচার রোধ করার জন্য দেশে প্রচলিত আইনের যথাযথ প্রয়োগের পাশাপাশি প্রয়োজন এ বিষয়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম। এ লক্ষ্যকে সামনে রেখে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর মাঠ পর্যায়ে ব্যাপক গণসচেতনতামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। মার্চ ২০১৪ মাসে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক নিরোধ শিক্ষামূলক কার্যক্রমের একটি বিবরণী নিম্নে তুলে ধরা হলোঃ

কর্মসূচীর নাম	মার্চ '১৪
মাদকাবরোধী আলোচনা সভা	৪০৬ টি স্থানে
মাইকিং কর্মসূচী	০৫ টি স্থানে
শ্রেণী কক্ষে বক্তৃতা	৭১ টি স্থানে
পোষ্টার/লিফলেট বিতরণ	২৮ টি স্থানে
ফিল্ম প্রদর্শণ	১১ টি স্থানে
সেমিনার ওয়ার্কসপ	০১ টি স্থানে
ট্রেনিং ইনস্টিটিউট	০২ টি স্থানে
ইউনিয়ন পরিষদ	০২ টি স্থানে

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, নিরোধ শিক্ষা অধিশাখা)

মাদকাসক্তি চিকিৎসা ও পুনর্বাসন রিপোর্ট

মার্চ'১৪ মাসে সরকারী মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও কারাগার হাসপাতাল সমূহে ৮২৪ জন মাদকাসক্তের চিকিৎসা সেবা প্রদান করা হয়। মার্চ'১৪ মাসে নিরাময় কেন্দ্র/হাসপাতাল ভিত্তিক চিকিৎসা সেবার বিবরণ নিম্নরূপঃ

কেন্দ্রের নাম	আন্তঃ বিভাগ	বহিঃ বিভাগ	মোট	নতুন	পুরাতন
কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, ঢাকা	৪০	১৪২	১৮২	৮৮	৯৪
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, চট্টগ্রাম	০২	০৫	০৭	০৫	০২
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, খুলনা	--	--	--	--	--
মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র, রাজশাহী	০২	০৬	০৮	০৬	০২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, রাজশাহী	২২	৩৯৮	৪২০	৯৮	৩২২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, যশোর	১৪৮	৭২	২২০	১৪৮	৭২
কেন্দ্রীয় কারাগার হাসপাতাল, কুমিল্লা	০৪	৬৩	৬৭	৩৯	২৮
মোট =	২১৮	৬৮৬	৯০৪	৩৮৪	৫২০

(সূত্রঃ মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, চিকিৎসা ও পুনর্বাসন অধিশাখা)

মার্চ ২০১৪ মাসে মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্রের রিপোর্ট পর্যালোচনা করে জানা যায় যে, কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র হতে চিকিৎসাপ্রাপ্ত মাদকাসক্তদের মধ্যে ফেনসিডিল-০২.০৬১%, হেরোইন-২১.৬৪%, গাঁজা-৪১.৭৫%, ইনজেকশন-২২.১৬%, ইয়াবা-২০.১০%, মদ-০২.০৬১%, ড্যান্ডি- ৩.৬০%, পলিড্রাগস-০৭.২১%, সিরাপও০.৫১% । (কোন কোন রুগী একাধিক মাদকদ্রব্য ব্যবহার করে)। (সূত্র ঃ কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র)।